কল্পনা চিত্র প্রতিষ্ঠান
লিঃ এর
নিবেদন
লক্ষহীরা
পরিবেশনা • চিত্র পরিবেশক লিঃ

কল্পনা চিত্র প্রতিষ্ঠান লিঃ এর

নিবেদন

লক্ষহীরা

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **চিত্তরঞ্জন মিত্র**

গীতিকার : শৈলেন রায়

সঙ্গীত পরিচালনা : কালীপদ সেন

চরিত্র চিত্রণে

উত্তম কুমার, বিকাশ রায়, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, কমল মিত্র, সন্তোষ সিংহ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, অমর রায়, শ্রীপতি চৌধুরী, সোমেশ চট্টোপাধ্যায় মঞ্জু দে, দীপ্তি রায়, নীলিমা দাস, চন্দ্রাবতী, নিভাননী, রাজলক্ষ্মী ও আরও অনেকে

চিত্রগ্রহণে : বিজয় ঘোষ

শব্দধারণে : জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

শিল্প নির্দ্দেশনে : সুধীর খান

সম্পাদনায় : অজিত গাঙ্গুলী

স্থিরচিত্রে : স্যাংরিলা

নৃত্য পরিকল্পনায় : অতীন লাল

ব্যবস্থাপনায় : সত্য বসু ও বীরেশ্বর রায় চৌধুরী

রূপ সজ্জায় : বসীর আমেদ্

দৃশ্যাঙ্কনে : জগবন্ধু সাউ

পোষাক পরিচ্ছদে : বি, ব্রাদাস

সহকারিগণ

পরিচালনায় : অজিত গাঙ্গুলা

চিত্রগ্রহণে : দিলীপ মুখোপাধ্যায়
বৈদ্যনাথ বসাক
অশোক দাস

শব্দধারণে : শৈলেন পাল,
ধীরেন কুণ্ডু

দৃশ্য সজ্জায় : সুকুমার দে

রূপ সজ্জায় : রমেশ দে ও বটু গাঙ্গুলী

ব্যবস্থাপনায় : পটল সাহা

আলোক সম্পাতে : সুধাংশু ঘোষ
নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শম্ভু ঘোষ,
অমূল্য দাস

নেপথ্য - সঙ্গীতে

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় :: তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দ যন্ত্রে গৃহীত

পরিবেশনায় : চিত্র পরিবেশক লিঃ

লক্ষহীরা

নিয়তি কি নিষ্ঠুর খেলা খেলতেই ভালবাসে ? মানুষের সৌভাগ্যকাশে দুর্য্যোগের কালমেঘ ঘনিয়ে তোলাই কি তার সবচেয়ে বেশী আনন্দ ? তা না হলে ধনী পিতার একমাত্র সুন্দরী কন্যা বিনতার সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষার ওপর অভাবনীয় ভাবে দুর্ভাগ্যের যবনিকা পড়বে কেন ?

বিবাহের দিন প্রাতে বিনতা যখন মহাকালের আশীর্ব্বাদী মালা হাতে নিয়ে ফিরে আসছিল তার স্বামীর গলায় পরাবে বলে, তখন কি সে জানত যে সেই আশীর্ব্বাদী মালা নিয়তির নিষ্ঠুর চক্রান্তে গিয়ে পড়বে এক ঘৃণিত কুষ্ঠরোগীর গলায় ? বিনতা ক্ষণেকের জন্য শিউরে উঠেছিল বটে, কিন্তু নিয়তি— তাকে রোধ করবার ক্ষমতা বিনতার কোথায় ? তাই সে পিতা মাতার অশ্রুজল, সখীদের আকুলতা, – নিজের সুখৈশ্বর্য্য, সব কিছুকে পেছনে ফেলে—মহাকালের নাম স্মরণ করে লুটিয়ে পড়েছিল সকলের ঘৃণার পাত্র সেই কুষ্ঠরোগীর পায়ের তলায় কারণ লোকাচারে কৌশিকই যে তার স্বামী—তার ইহ জীবনের পূজ্য।

এখন বিনতা পথের ভিখারিণী—পথে তার কত বিপদ—কিন্তু এমনই তার সতীত্বের সাধনা—যে তার মর্য্যাদা কেউই ক্ষুন্ন করতে সক্ষম হয় না। বিনতা নিষ্ঠার সঙ্গে স্বামীর সেবা করে চলে—ভাবেনা সে অতীতের ফেলে আশা সুখময় দিন-গুলির কথা ।

রাজার গণিকা লক্ষহীরা চরম আঘাত পেল সতী বিনতার কাছ থেকে—যখন সে লক্ষহীরার দেওয়া স্বর্ণ ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করল কারণ লক্ষহীরার অর্থে

যে পাপের স্পর্শ আছে। রাজা চিত্র-বর্ম্মার ভালবাসাও লক্ষহীরাকে বাঁধতে পারেনা—কারণ লক্ষহীরা রাজার প্রেমের বিনিময়ে নিজের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেবে না।

কিন্তু সত্যই কি লক্ষহীরার হৃদয় কঠিন? কোমলতা, প্রেম কি তার হৃদয়ে নেই? তাই যদি না থাকবে—তবে রাজকবি সুভদ্রের কাছে নিজেকে বিনা দ্বিধায় সমর্পণ করল সে কেন? কেন সে তার অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হতে চাইলে কবির সঙ্গে? কিন্তু লক্ষহীরা ও কবি সুভদ্রের প্রেমের বাঁধন ছিন্ন হয়ে গেল মহারাজ চিত্রবর্ম্মার প্রচণ্ড আঘাতে। কবি চলে গেল দূরে রাজারই আদেশে।

বিনতার কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামী কৌশিক জানতো না, যে নারীর ভালবাসা পাবার জন্য সে নিঃস্ব ও রোগগ্রস্ত হয়েছে, সেই নারীই—যার নাম ছিল মাধবী—আজ হয়েছে বিখ্যাত গণিকা লক্ষহীরা। আবার নিয়তির পরিহাস, কৌশিক একদিন অজ্ঞাতে লক্ষহীরার প্রাসাদে এল স্বর্ণ ভিক্ষা পাবার জন্য এবং কৌশিক চিনলো মাধবীকে—লক্ষহীরাকে...

কিন্তু বিনতার সতীত্বের মহিমায় কৌশিক ও লক্ষহীরার পরিবর্ত্তন কি হলো? ছবির অন্তিম মুহূর্ত্তে আছে এই প্রশ্নের উত্তর।

(১)

বিনতার সখীদের গান

গিরিজাপতি গৌরীকান্ত হে আনন্দ শঙ্কর
হে উমানন্দ ভুবনেশ্বর কৃপা কর প্রভু কৃপা কর।
ললাটে অর্দ্ধ-চন্দ্র ছটায় প্রাণ জাহ্নবী জটার ঘটায়
কি স্মিত হাস্যে হে উপাস্য তাপসী উমার মনোহর।
উড়ে জটাজাল লটপট করি খসি খসি পড়ে বাঘছাল
নাচে শঙ্করী মরি মরি মরি
কালী সনে নাচে মহাকাল।
ওগো প্রমথেশ—ওগো প্রলয়েশ
হে বৃষ বাহন হে ভোলা মহেশ
ডম্বরুপানি ছন্দমোহন নটরাজ শিবসুন্দর।

(২)

লক্ষহীরার গান

জীবনের সুধাটুকু ভরে নাও পাত্রে
যৌবন উচ্ছল উৎসব রাত্রে
পিয়াসী হে পিয়াসী।
হিয়া কি হারাতে চাও
আঁখি পানে চেয়ে যাও
বাসনার বনছায়ে
শোন বাজে কি বাঁশী
পিয়াসী হে পিয়াসী।
কমদেহ ঘিরি মোর
অনুপম ছন্দ
বল কার চোখ গেল
কে হয়েছো অন্ধ।
আমি শুধু গেয়ে যাই
হিয়াখানি দিতে চাই
আমারে করিনু দান
শুনে যাও বিলাসী
পিয়াসী হে পিয়াসী।

(৩)

বিনতার গান

কারও চোখে আলো ঝরে কেউবা কাঁদে আঁধারে
কেউবা সুখের স্বর্গ পেল
কেউবা দুখের পাথারে
দীনের ব্যথা কে ঘুচাবে, ডাকিগো সেই দাতারে।
হায়গো দাতা অন্ধ হ'য়ে কোথায় খোঁজ ভগবানে
সেই দীননাথ ব্যথায় ঝুরে দুঃখে জড়া
দীনের প্রাণে।
সেই কাঙ্গালের ঠাকুর কাঁদে
এই কাঙ্গালের মাঝারে,
দীনের ব্যথা কে ঘুচাবে ডাকিগো সেই দাতারে।
প্রাণ আছে যার দান করে সে
চুকিয়ে দেবে পারের কড়ি
(তারে) বৈতরণী পার করিতে নাবিক হবেন
আপনি হরি।
সবার ভালো কারণ যিনি
ঠাকুর ভালো রাখুন তারে
দীনের ব্যথা কে ঘুচাবে ডাকিগো সেই দাতারে।

(৪)

কবির গান

তোমার ছবি কবির কবি
ভুবন ভরি রাজে
পরশ তব ফুলের বাসে
পাখীর সুরে বাজে।
আকাশে তব উদার আঁখি
সবার লাগি রয়েছে জাগি
তোমার রবি নতুন প্রাতে
নতুন হয়ে সাজে।
আমার প্রাণে ভরিয়া দেহ
তোমারি যত গান
আমার সুরে জাগায়ে তোলো
তোমারি আহ্বান।
আমার দীপে তোমার আলো
জীবন ভরি জ্বালো হে জ্বালো
তোমারি বাণী শোনাতে যেন
মরিনা ভয়ে লাজে।

(৫)

কবির গান

স্বপনে ধরিতে তারে আঁখি কাঁদে পিয়াসে
চূর্ণ অলকছায় হাসিমুখ দেখা যায়
কালো মেঘে আলো ঝলে বিদ্যুৎ বিলাসে।
চাঁদ তারে দেখে বলে কেগো চারু লোচনা
সারাদেহে ঝরে একি অপরূপ জ্যোছনা
সে দুটি আঁখির পাশে—মৃগ আঁখি মুদে আসে
গতিরাগে হরিণীরে চলে চমকিয়া সে।
লতানো সে তনুলতা সে যেন গো ললিতা
যৌবন স্বপনের প্রথম সে কবিতা।
তার হিয়া হিল্লোলে অতনু দুলিতে চায়
আপনারই ফুলবানে বেঁধে যেন আপনায়।
ফুল যদি বলি তারে ফুলের গরব বাড়ে
কমলের চেয়ে যেন আরো কমনীয়া সে।

(৬)

লক্ষহীরার গান

পতঙ্গ অনলে ধায় আমি দেখে হাসিগো
আপনি জ্বলিয়া আমি জ্বালাতে যে আসিগো
ভালো না বাসিয়া সবে বলে ভালবাসিগো।
যৌবন ফুলবনে মধুকর আসে হায়
মাধুরী ফুরায় যবে পিয়াসী বিদায় চায়
ঝরা ফুলে চাহেনাকো ভ্রমর উদাসীগো।
এ তনু তণিমাতটে ভিড়ালে যে তরীখানি
বাহিরে পেয়েছো মোরে ভিতরে পাওনি জানি।
গরলের জ্বালা আমি তুমি চাও সুধা যে
এ অধরে ঢেকে রাখি মরণের ক্ষুধা যে
আমি যে ছলনা শুধু ছলনা বিলাসীগো
পতঙ্গ অনলে ধায় আমি দেখে হাসিগো।

(৭)

বিনতার গান

প্রেমের পূজায় পরাণ সঁপিয়া
চেয়োনাক প্রতিদান
কেঁদোনারে আঁখি, কেঁদোনা অবুঝ প্রাণ।
যে হৃদয় দুখ অনলে দহিতে জানে
নিজেরে দহিয়া আঁধারে সে আলো আনে
তীর বেঁধা পাখী বেদনারে ঢাকি
ভুলোনা গাহিতে গান।
ফল ধরে যবেফুল ঝরে যায়
বেদনার গৌরবে
পেলনা সে কভু দিয়ে গেল তবু
জীবনের সৌরভে।
জনম মরণ জ্বালায়ে প্রাণের ধূপে
ওগো প্রিয়তম দিনু মোরে চুপেচুপে
আমার প্রেমের মূল্য না পেলে
করিবনা অভিমান
কেঁদোনারে আঁখি কেঁদোনা অবুঝ প্রাণ।

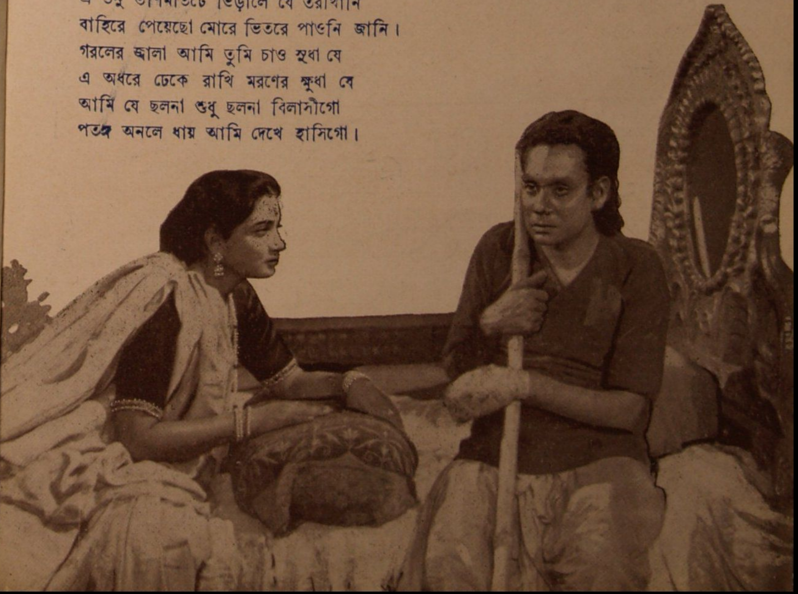

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।